বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল

৪০, তোপখানা রোড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

মামলা নং-৭/২০১৯

জনাব মোঃ রাইসুল ইসলাম (ঐশ্বর্য) — ফরিয়াদি
পিতা: মোস্তফা শামসুল ইসলাম
ঠিকানা: ২৫/সি পূর্বনয়াটোলা, মগবাজার
ঢাকা-১২১৭।

বনাম

জনাব মোঃ আবদুল্লাহ আল মামুন — প্রতিপক্ষ
সম্পাদক ও প্রকাশক
দৈনিক আমার প্রাণের বাংলাদেশ
সেক্টর-৯, রোড নং-৩/এফ
বাড়ি -৩৩, উত্তরা মডেল টাউন
ঢাকা-১২৩০।

জুডিশিয়াল কমিটির উপস্থিত চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ ঃ

১। বিচারপতি মোহাম্মদ মমতাজ উদ্দিন আহমেদ	চেয়ারম্যান
২। খন্দকার মুনীরুজ্জামান	সদস্য
৩। সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা	সদস্য

ফরিয়াদি	ঃ স্বয়ং উপস্থিত
প্রতিপক্ষ	ঃ স্বয়ং উপস্থিত
শুনানির তারিখ	ঃ ২৭/০২/২০২০খ্রি:
আদেশের তারিখ	ঃ ১২/০৩/২০২০খ্রি:

রায়

ফরিয়াদির আর্জি:

ফরিয়াদি নিবেদন করেন যে, ১৫/১০/২০১৯খ্রি. তারিখ থেকে প্রকাশিত দৈনিক আমার প্রাণের বাংলাদেশ পত্রিকায় "রাজধানী রমনায় মাদক- চাদাবাজি জুয়া দখলবাজিই মিঠুর রাজনৈতিক কর্ম" শিরোনামের সংবাদ অভিমত প্রকাশের মাধ্যমে ফরিয়াদিকে জনসমক্ষে সামাজিক/রাজনৈতিকভাবে ব্ল্যাকমেইল করার অপচেষ্টা করা হয়েছে। এরুপ অসত্য বানোয়াট সংবাদ প্রকাশ করে ফরিয়াদির মানহানি করা হয়েছে। সংবাদ প্রকাশের কারণে তাঁকে রাজনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে। উপরোক্ত ভিত্তিহীন সংবাদ প্রকাশ তাঁর সামাজিক মান মর্যাদা এবং ভাবমূর্তি নষ্ট করেছে।

ফরিয়াদি নিবেদন করেন যে, তিনি একজন সমাজসেবক ও ব্যবসায়ী। তাঁর বাবা একজন চাকরিজীবী। জন্ম থেকে তিনি উল্লেখিত ঠিকানায় স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। সাধারণ সম্পাদক হিসেবে বাংলাদেশ আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবকলীগের রমনা-হাতিরঝিল এর ওয়ার্ড নং ৩৬ এর নেতৃত্বে নিয়োজিত আছেন। ফরিয়াদি অভিযোগ করেছে যে, দৈনিক আমার প্রাণের বাংলাদেশ পত্রিকার প্রকাশক ও সম্পাদক মো: আব্দুল্লাহ আল মামুন এবং কথিত সাংবাদিক মো: রিপন সুপরিকল্পিতভাবে ১৫/১০/১৯ ও ২৪/১০/১৯খ্রি. তারিখ পত্রিকার পিছনের পৃষ্ঠায় একটি মিথ্যা ও বানোয়াট সংবাদ প্রকাশ করে যে, রাজধানীর রমনায় মাদক, চাঁদাবাজি, জুয়া, দখলবাজিই মিঠুর রাজনৈতিক কর্ম এবং সে (ফরিয়াদি) রমনা ও হাতিরঝিল থানা এলাকার ৩৬ নং ওয়ার্ড স্বেচ্ছাসেবকলীগের সাধারণ সম্পাদক। ফরিয়াদিসহ তাঁর দলীয় অন্যান্য কর্মীদের নামে একই অপবাদ রয়েছে বলে প্রকাশ করে। উল্লেখিত তারিখে প্রকাশিত সংবাদটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট। রমনা এবং হাতিরঝিল এলাকার সংবাদের উল্লেখিত স্থানে কোনো দিন চাঁদাবাজি, মাদক ব্যবসা, জুয়া এবং দখলদারিত্ব অপরাধ সংঘটিত হয় না। কারণ এই

এলাকা মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্বাচনি এলাকা। উক্ত সংবাদ প্রকাশ করে তাকে স্থানীয় ও দলীয়ভাবে মানহানি করেছে; যাতে অপূরণীয় ক্ষতিসাধন করা হয়েছে। যাচাই বাছাই করে জানা যায় উক্ত পত্রিকার প্রকাশক ও সম্পাদক মো: আব্দুল্লাহ আল মামুন ও সংবাদকর্মী মো: রিপনসহ অন্যান্য সংবাদ কর্মীদের নির্দিষ্ট কোনো আয়ের পথ নেই। তাঁরা চাঁদাবাজি, প্রতারক এবং সংঘবদ্ধ চক্র হিসেবে চিহ্নিত। পত্রিকা অফিস ২/৩ মাস পর পর স্থান পরিবর্তন করে। নিয়মিত পত্রিকা ছাপানো হয় না। নির্ধারিত প্রেসে কখনো পত্রিকা ছাপায় না। সুপরিকল্পিতভাবে মানুষকে জিম্মি করে মিথ্যা সংবাদ প্রকাশের পূর্বে চার পাঁচ লক্ষ টাকার বিজ্ঞাপন দাবি করে। আর বিজ্ঞাপন না দিলেই যাচাই বাছাই ছাড়াই মিথ্যা সংবাদ প্রকাশ করে এবং মানুষের মানহানি ঘটায়। সংবাদকর্মী রিপন সম্পাদকের নির্দেশে উল্লেখিত সংবাদ প্রকাশের পূর্বে উল্লেখিত শিরোনামে মিঠুর নিকট চাঁদা হিসেবে ৪/৫ লক্ষ টাকার একটি বিজ্ঞাপন দাবি করে এবং মিঠুকে পত্রিকা অফিসে যেতে বলা হয়েছে। মিঠু বিজ্ঞাপন না দেওয়ায় উল্লেখিত মিথ্যা সংবাদটি প্রকাশ করেছে। সম্পাদক মামুন এর নিকট শত শত মানুষ কোটি কোটি টাকা পাবে বলে অভিযোগ আছে। এমতাবস্থায়, জনস্বার্থে প্রতারকচক্র প্রকাশক ও সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মামুনের পত্রিকা অফিস পর্যবেক্ষণ ও প্রকাশিত সংবাদের উৎস সম্পর্কে তদন্ত করা একান্ত প্রয়োজন। ফরিয়াদির নামে উল্লেখিত মিথ্যা সংবাদ প্রকাশের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন করেছেন।
এ আপত্তিজনক সংবাদ ছাপানোর বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্রের সম্পাদক এর কাছে তিনি প্রতিবাদ পাঠিয়েছেন। সম্পাদক তাঁর প্রতিবাদ মোটেও ছাপেনি তদুপরি আরো নতুন কিছু যোগ করে সংবাদ ছেপেছেন। তাতে অভিযোগের কারণ প্রশমিত না হয়ে বরং প্রকোপিত হয়েছে।
ফরিয়াদি, দৈনিক আমার প্রাণের বাংলাদেশ পত্রিকায় ইং ১৫/০১/২০১৯ ও ২৪/১০/২০১৯ ইং তারিখ প্রকাশিত পিছনের পাতায় উল্লেখিত শিরোনামে মিথ্যা সংবাদ প্রকাশের জন্য প্রকাশক ও সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মামুন এবং সংবাদ কর্মী রিপনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আবেদন করেন।

প্রতিপক্ষের জবাব:

প্রতিপক্ষ নিবেদন করেন যে, তিনি পত্রিকার প্রকাশক ও সম্পাদক। দৈনিক আমার প্রাণের বাংলাদেশ ঢাকা থেকে প্রকাশিত হচ্ছে এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক মিডিয়া তালিকাভুক্ত এবং নিয়মিত নিরীক্ষিত একটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকা। প্রতিপক্ষ আইনের প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধাশীল হয়ে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল কর্তৃক প্রণীত সকল বিধিবিধান সম্পূর্ণরুপে মেনে প্রকৃত অনুসন্ধাণীমূলক স্বাধীন সাংবাদিকতার ব্রত নিয়ে এই মর্মে ৭/২০১৯ নং মামলার জবাব প্রদান করেছেন। মামলার মূল আর্জিতে ফরিয়াদি কিছু অপ্রাসঙ্গিক বিষয় উল্লেখ করেছেন যা অত্যন্ত দুঃখজনক।

প্রতিপক্ষ উল্লেখ করেন যে, ফরিয়াদি তার আর্জিতে উল্লেখ করেছেন যে, যাচাই-বাছাই করে জানা যায় পত্রিকার প্রকাশক ও সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মামুন ও সংবাদকর্মী মো: রিপনসহ অন্যান্য সাংবাদিকদের নির্দিষ্ট কোনো আয়ের পথ নেই, তাঁর এই বিষয়ে স্পষ্ট জবাব হলো যে ফরিয়াদির জ্ঞানসংকীর্ণতার কারণে তিনি জানেন না যে, একটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকার একজন প্রকাশক ও সম্পাদককে অবশ্যই যোগ্যতাসম্পন্ন, সৎ, নিষ্ঠাবান, ন্যায়-নীতিবান ও পরিচ্ছন্নতা আর সার্বিক বিষয়ে জ্ঞানসম্পন্ন একজন ব্যক্তি হতে হয় এবং মিডিয়া তালিকাভুক্ত একটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকার মাসিক আয় কত তা তিনি জানেননা। তিনি আরো জানেন না যে একজন প্রকাশক পত্রিকায় কর্মরত সাংবাদিক কলা-কুশলী কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে প্রতি মাসে বেতন-ভাতা প্রদানসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয় নির্বাহ করে থাকেন। আর তা অবশ্যই পত্রিকার বিজ্ঞাপন নীতিমালা অনুযায়ী আয় থেকে ব্যয় করা হয়ে থাকে।

ফরিয়াদি তার আর্জিতে সম্পাদক সম্পর্কে দাবি করেন যে, তিনি চাঁদাবাজ, প্রতারক এবং সংঘবদ্ধচক্রের সদস্য প্রতিপক্ষ ফরিয়াদির উল্লেখিত দাবি প্রত্যাখান করেছেন। রিপন নামে দৈনিক আমার প্রাণের বাংলাদেশ পত্রিকায় কর্মরত কোনো সাংবাদিক বা সংবাদকর্মী উক্ত মামলা বিষয়ক প্রকাশিত সংবাদ বা প্রতিবেদন এর সাথে তার বিন্দু মাত্র সম্পর্কে নেই। উক্ত সংবাদের কোনো তথ্য উপাত্ত প্রদান করে সহায়তা করেননি বরং উক্ত বিষয়টির সাথে কোনোভাবেই সম্পৃক্ত নয়। প্রতিপক্ষ অভিযোগের সম্পূর্ণ বিরোধিতা করে এ বিষয়ে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল এর মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয় এর নিকট সুবিচার চেয়েছেন।

ফরিয়াদি তার আর্জিতে উল্লেখ করেছেন যে, পত্রিকা অফিস দুই তিন মাস পর পর পরিবর্তন করে। এ বিষয়ে তাঁর জবাব স্পষ্ট যে সত্যিকার অর্থে দুই-তিন মাস পরপর কোনো অফিসই পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। হ্যাঁ, পত্রিকা ডিক্লারেশন পাওয়ার পর থেকে বিগত ৬ বছর সময়ের মধ্যে প্রতিপক্ষ পত্রিকা অফিস কয়েক ধাপে পরিবর্তন করেছে। কারণ তাদের নিজস্ব কোনো ভবন বা জমি নেই বা প্রতিপক্ষ সরকার থেকে কোনো জমি বরাদ্দও পায়নি। তাই প্রতিপক্ষ বাড়ি ভাড়া নিয়ে অফিস কার্যক্রম পরিচালনা করে বিধায় বিভিন্ন সময়ে সঙ্গত কারণেই তাদের অফিস পরিবর্তন করতে হয়েছে, এটা ভিন্ন কোনো কারণে নয়।

ফরিয়াদি তার আর্জিতে নিয়মিত পত্রিকা ছাপা হয় না মর্মে উল্লেখ করেছেন। এ ব্যাপারে প্রতিপক্ষের দাবি হলো যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়াধীন চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি) নিরীক্ষা বিভাগ কর্তৃক নিরীক্ষক দ্বারা পত্রিকার অডিট-নিরীক্ষা কার্যক্রম হালনাগাদসহ সম্পন্ন করা রয়েছে এবং এটিও ফরিয়াদির অপ্রাসঙ্গিক বিষয়।
ফরিয়াদির অভিযোগ যে নির্ধারিত প্রেসে কখনো পত্রিকা ছাপা হয় না, তা সঠিক নয় কারণ তথ্য মন্ত্রণালয়ের চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর এর কর্মকর্তারা পত্রিকার কার্যক্রম ধারাবাহিকভাবে পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন।
ফরিয়াদির অভিযোগ যে সম্পাদক সুপরিকল্পিতভাবে মানুষকে জিম্মি করে মিথ্যা সংবাদ প্রকাশের পূর্বে ৪/৫ লক্ষ টাকার বিজ্ঞাপন দাবি করে এ অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত।
ফরিয়াদি তার আর্জিতে আরো উল্লেখ করেছেন যে সম্পাদক প্রতিপক্ষের নিকট শত শত মানুষের কোটি কোটি টাকা পাওনা আছে, তার এ অভিযোগ হাস্যকর ও দুঃখজনক। এ বিষয়টি সম্পূর্ণ মনগড়া।
সংবাদকর্মী রিপন সম্পাদকের নির্দেশে উল্লেখিত সংবাদ প্রকাশের পূর্বে মিঠুর নিকট চাঁদা হিসেবে ৪/৫ লক্ষ টাকার বিজ্ঞাপন দাবি করার বক্তব্য সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট। রিপন নামে দৈনিক আমার প্রাণের বাংলাদেশ পত্রিকায় কর্মরত সংবাদকর্মী উক্ত বিষয়ে প্রকাশিত সংবাদের সাথে কোনোভাবেই সম্পৃক্ত নয়।

ফরিয়াদি একজন সমাজসেবক ও ব্যবসায়ী। তিনি একজন সমাজসেবক ও ব্যবসায়ী হতে পারেন তবে অভিজ্ঞতার আলোকে প্রতিপক্ষ দেখেছে যে অধিকাংশ বড় বড় মাদক ব্যবসায়ী এবং চাঁদাবাজ-দখলবাজরা নিজেদের অপকর্ম আর অন্যায়কে ঢেকে রাখার জন্য ঢাল হিসেবে ব্যবসাকে ব্যবহার করেন। উল্লেখ্য যে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলে দায়েরকৃত ৭/২০১৯ নং মামলা সংক্রান্ত দৈনিক আমার প্রাণের বাংলাদেশ পত্রিকায় গত ১৫/১০/২০১৯ ও ২৪/১০/২০১৯ খ্রিঃ তারিখের প্রকাশিত সংবাদ দুটি আঠালোযুক্ত খামভর্তি ভিন্ন ভিন্ন পাঁচটি আবেদন, কিছু অডিও রেকর্ড ও ভিডিও ক্লিপ এবং সংশ্লিষ্ট থানার তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সাক্ষাৎকার এর রেকর্ড ও সরেজমিনে তথ্যানুসন্ধান পূর্বক সত্যতা পাওয়ায় সংবাদ প্রকাশ করা হয়েছে।
প্রতিপক্ষ ৭/২০১৯ নং মামলায় দাখিলকৃত জবাব গ্রহণপূর্বক মামলার মামলাটি খারিজ করার আবেদন করেন।

ফরিয়াদির প্রতিউত্তরঃ

প্রতিপক্ষ তার জবাবে ফরিয়াদির শিক্ষাগত জ্ঞানস্বল্পতা এবং হিংসাত্মক মনোভাবের বিষয়ে কটাক্ষ করেছেন, ফরিয়াদি মার্জিতভাবে তার তীব্র বিরোধিতা করেছে এবং উক্ত উক্তি মিথ্যা ও বানোয়াট। প্রতিপক্ষের জবাবে এমন উক্তির পূর্বের অপকর্মেই সত্যতা প্রমাণ দেয় মাত্র।

প্রতিপক্ষের জবাবের দ্বিতীয় প্যারার বক্তব্য সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষকে ভুল বোঝানোর অপকৌশল মাত্র। কারণ সংবাদকর্মী রিপন ফরিয়াদির বিরুদ্ধে প্রকাশিত খবরের বিষয়ে যে তথ্য সরবরাহ করেছেন তাতে সম্পাদক বিন্দুমাত্র খবর রাখেননি এবং উক্ত সংবাদের কোনো তথ্য উপাত্ত রিপন প্রদান করেনি এবং উক্ত বিষয়টির সাথে তিনি কোনোভাবেই সম্পৃক্ত নয় মর্মে যে বর্ণনা প্রতিপক্ষ প্রদান করেছেন তা মিথ্যা। কারণ ফরিয়াদিও অনুসন্ধান করে দেখেছে গত ১৫ অক্টোবর ২০১৯ ও ২৪ অক্টোবর ২০১৯ খ্রিঃ তারিখে প্রতিপক্ষের পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার ফরিয়াদি ও তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা, বানোয়াট ও মানহানিকর যে রিপোর্ট তা প্রকাশ করতে সহায়তা করেছে এবং অন্য কেউ নয় সে "রিপন"।
প্রতিপক্ষের জবাবের তৃতীয় দফার সমুদয় বক্তব্য অসত্য। প্রতিপক্ষের জবাবের চতুর্থ দফার বক্তব্য সম্পূর্ণ মনগড়া ও বানোয়াট। ফরিয়াদি অনুসন্ধান করে দেখেছে প্রতিপক্ষ কোনো নির্দিষ্ট প্রেসে তার পত্রিকা ছাপায় না। তাঁর বক্তব্য সত্য।
প্রতিপক্ষের ষষ্ঠ দফার বক্তব্য পুরোটাই মিথ্যা। প্রকৃত সত্যকে আড়াল করার জন্য তিনি তার জবাবে প্রমাণ উপস্থাপনের জোর দাবি জানিয়েছেন। ৪/৫ লক্ষ টাকার চাঁদা দাবি ও বিজ্ঞাপন প্রদানের তথ্য সঠিক, ফরিয়াদির কাছে প্রমাণ রয়েছে। তাই উক্ত প্রমাণের আলোকে প্রতিপক্ষের উপযুক্ত শাস্তি দাবি করেছে।

প্রতিপক্ষের জবাবের সপ্তম দফায় বক্তব্যের উপযুক্ত সাক্ষী ভুক্তভোগী জনসাধারণ। তাই তার উপযুক্ত শাস্তি দাবি করেছে এলাকাবাসী।
জবাবের অষ্টম দফার বক্তব্যের জবাবে ফরিয়াদি উল্লেখ করেন যে সংবাদকর্মী রিপন সম্পাদকের নির্দেশে উল্লেখিত কুরুচিপূর্ণ সংবাদ প্রকাশের পূর্বে ফরিয়াদির নিকট ৪/৫ লক্ষ টাকা বিজ্ঞাপন দাবি করেছে। বিষয়টি সম্পূর্ণ সত্য, কারণ ফরিয়াদির কাছে রক্ষিত সাক্ষ্য প্রমাণ বিশ্লেষণ করে তিনি"দৈনিক প্রাণের বাংলাদেশ" পত্রিকার সম্পাদক ও সংবাদকর্মী "রিপন" এর শাস্তি দাবি করেছে।
প্রতিপক্ষ তার জবাবের নবম দফার পুনরায় অপরাধের পুনরাবৃত্তি করে ফরিয়াদি ও তাদেরকে সংগঠনের ব্যক্তিদেরকে মাদক ব্যবসায়ী এবং চাঁদাবাজ, দখলবাজ এবং বড় বড় মাদক ব্যবসায়ী বলে উল্লেখ করেছেন; যার সুষ্ঠু তদন্ত ও উক্তরুপ প্রকাশিত সংবাদ/বক্তব্যের সাথে জড়িত প্রকৃত অপরাধির শাস্তি দাবি করেছে।

তিনি নবম দফায় বলেছেন আমার প্রাণের বাংলাদেশ পত্রিকায় গত ১৫/১০/১৯ ইং ও ২৪/১০/১৯ খ্রিঃ তারিখের প্রকাশিত সংবাদ দুটি আঠালোযুক্ত খামভর্তি ভিন্নভিন্ন পাঁচটি আবেদন কিছু অডিও রেকর্ড ও ভিডিও ক্লিপ উক্ত বিষয়ে অনুসন্ধানের পর সংবাদ প্রকাশ করেছেন। এ ব্যাপারে ফরিয়াদির বক্তব্য হলো যে প্রতিউত্তরে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তার সত্যতা যাচাই অন্তে, অসত্য বলে প্রমাণিত হলে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে শাস্তি প্রদান আবশ্যক এবং ফরিয়াদি মিথ্যা, বানোয়াট এবং মানহানিকর সংবাদ প্রকাশের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আবেদন করেছে।

ফরিয়াদি প্রতিউত্তরে দাবি করেন যে, তিনি শান্তিপ্রিয় লোক। এলাকায় মাদক ক্রয়-বিক্রয়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার ও চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ীদেরকে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সহায়তায় বিতাড়িত করার কারণে, উক্ত চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মোটা অংকের অর্থের বিনিময়ে প্রতিপক্ষ তাঁর পত্রিকায় উক্তরুপ সংবাদ পরিবেশন করে ফরিয়াদি ও তাদের সংগঠনের ভাইদের যে মানহানি করেছেন তার উপযুক্ত শাস্তির আবেদন করেছে।

আলোচনা ও সিদ্ধান্তগ্রহণের স্বার্থে প্রতিবাদপত্রটি হুবহু ছাপানো হলোঃ

বরাবর,
প্রকাশক ও সম্পাদক
দৈনিক আমার প্রাণের বাংলাদেশ প্রত্রিকা,
সেকটর-৯, রোড-৩/এফ বাড়ী নং-৩৩
উত্তরা, ঢাকা।

বিষয়ঃ ইং ১৫/১০/২০১৯ তারিখ আপনার পত্রিকায় পিছনের পাতায় শিরনামে সংবাদের প্রতিবাদ ছাপানোর আবেদন।

জনাব,

এই মর্মে প্রতিবাদ ছাপানোর আবেদন করিতেছি যে, আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী মো: ঐশ্বর্য। এলাকায় ব্যবসায়ী হিসেবে চিহ্নিত। হাতিরঝিল থানা এলাকায় পূর্বনয়াটোলায় দীর্ঘদিন যাবৎ স্থায়ীভাবে বসবাস করি। অপর দিকে ৩৬ নং ওয়ার্ড রমনা ও হাতিরঝিল থানায় স্বেচ্ছাসেবকলীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করিয়া আসিতেছি। অতীব দুঃখের বিষয় যে, গত ইং ১৫/১০/২০১৯ তারিখ আপনার পত্রিকায় পিছনের পৃষ্ঠায় শিরনাম এ সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন রাজধানীর রমনায় মাদক চাঁদাবাজি জুয়া দখলবাজি মিঠুর রাজনৈতিক কর্ম। আমি ও আমার লোকজনের নামে যে সকল অপরাধের কথা লেখা হইয়াছে। তাহা সম্পূর্ণই মিথ্যা ও বানোয়াট। রমনার কিছু অংশ হাতিরঝিল ও তেজগাঁও থানা এলাকায় মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্বাচনি এলাকা। অত্র এলাকায় জুয়া চাঁদাবাজি, দখলদারি, ছিনতাই, ডাকাতি, খুনসহ কোনো প্রকার অপরাধকর্মের পরিকল্পনা হইলেও আমরা তাৎক্ষণিক ভাবে প্রতিহত করিয়া থাকি। উল্লেখিত শিরনাম প্রকাশিত সংবাদটি সম্পূর্ণ বানোয়াট ও মিথ্যা আমিসহ আমার দলীয় লোকজনদের হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য যাচাই বাচাই ছাড়াই সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত সংবাদের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি, তাই সংবাদের প্রতিবাদ ছাপানোর জন্য জোর আবেদন জানাচ্ছি।

অতএব উল্লেখিত সংবাদের প্রতিবাদ ছাপানোর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে মর্জি হয়।

পক্ষগণের যুক্তিতর্কঃ

ফরিয়াদি বিচারিক কমিটির অনুমতিক্রমে তাঁর আর্জি, প্রতিপক্ষের জবাব এবং ফরিয়াদির প্রতিউত্তর পড়ে শুনান। তিনি তাঁর উক্তি উপস্থাপন কালে নিবেদন করে যে প্রতিপক্ষ তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত "আমার প্রাণের বাংলাদেশ" পত্রিকায় ১৫/১০/২০১৯ এবং ২৪/১০/২০১৯ তারিখে দুটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেন এবং প্রতিবেদন গুলিতে রমনা, হাতিরঝিল থানার ৩৬ নং ওয়ার্ডের সেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক একজন মাদক ব্যবসা, চাঁদাবাজি, জুয়া এবং দখলবাজিই তাঁর রাজনৈতিক কর্ম এবং ফরিয়াদি এবং দলীয় অন্যান্য কর্মীদের নামে একই অপবাদ রয়েছে বলে প্রকাশ করে । উল্লেখিত প্রতিবেদনগুলি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট বলে নিবেদন করেন। তিনি নিবেদন করেন যে উল্লেখিত এলাকাগুলি মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্বাচনি এলাকা বিধায় এখানে কোনো চাঁদাবাজি, মাদক ব্যবসা, জুয়া এবং দখলদারিত্বের মত কোনো অপরাধ সংগঠিত হয় না। তিনি আরও নিবেদন করেন তার বাবা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী এবং তিনি নিজে নবাবপুরে ছোট একটি ব্যবসা পরিচালনা করেন। তিনি আরও বলেন যে আমার প্রাণের বাংলাদেশ পত্রিকায় নিয়োজিত সংবাদকর্মী মো: রিপন পত্রিকার জন্য পাঁচ লক্ষ টাকার বিজ্ঞাপন দাবি করে। আর বিজ্ঞাপন না দিলে যাচাই বাছাই ছাড়াই মিথ্যা সংবাদ প্রকাশ করে এবং মানুষের মানহানি ঘটায়। প্রতিপক্ষের পত্রিকাটি বাজারে নিয়মিত প্রকাশিত হয়না এবং বিজ্ঞাপনের নামে চাঁদাবাজি তাদের আয়ের উৎস। তিনি অত্যন্ত দুঃখের সাথে নিবেদন করেন যে সংবাদ প্রতিবেদনগুলির বিরুদ্ধে তিনি

প্রতিবাদপত্র পাঠিয়েছেন কিন্তু প্রতিপক্ষ প্রতিবাদপত্র প্রাপ্তির পরও ছাপায়নি এবং প্রতিবেদনপত্র না ছাপিয়ে বাংলাদেশের সংবাদপত্র, সংবাদ সংস্থা এবং সাংবাদিকদের জন্য অনুসরণীয় আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছেন। তিনি বলেন ফরিয়াদির আর্জির বক্তব্য সত্য। তাই, প্রেস কাউন্সিল এর বিধিবিধান লংঘন করার জন্য প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে উপযুক্ত শাস্তি দাবি করেন।

প্রতিপক্ষ আমার প্রাণের বাংলাদেশ পত্রিকার প্রকাশক ও সম্পাদক নিজেই যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। তিনি নিবেদন করেন যে প্রকাশিত প্রতিবেদনগুলি সরেজমিনে তথ্য সংগ্রহপূর্বক সত্যতা পাওয়ায় সংবাদগুলি প্রকাশ করেছেন। তথ্য প্রাপ্তির উপাদানগুলি এবং ঘটনাবলির সমর্থনে দুটি আঠালোযুক্ত খাম ভর্তি ভিন্নভিন্ন পাঁচটি আবেদন, অডিও রেকর্ড ও ভিডিও ক্লিপ এবং সংশ্লিষ্ট থানার তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সাক্ষাৎকার জবারের সাথে সংযুক্ত করেছেন এবং এইগুলি বিবেচনা করলে প্রতিবেদনগুলির সত্যতা পাওয়া যাবে। তিনি আরও বলেন যে তাকে ব্যক্তিগতভাবে এবং পত্রিকা সম্পর্কে যে অভিযোগ দিয়েছেন তা অসত্য ও বানোয়াট। তিনি আরও বলেন যে যার বিরুদ্ধে মূল অভিযোগ প্রচার করা হয়েছে তিনি অস্বীকার করেননি বরং ফরিয়াদিকে দিয়ে তাঁর নিজের দোষ খণ্ডনের জন্য অপপ্রয়াস চালিয়েছে। সুতরাং প্রতিপক্ষের জবাব এবং বক্তব্যের আলোকে ফরিয়াদির আবেদন না মঞ্জুর করার জন্য আবেদন করেন।

আলোচনা ও সিদ্ধান্তঃ

ফরিয়াদির অভিযোগ, প্রতিপক্ষের জবাব এবং ফরিয়াদির প্রতিউত্তরসহ পক্ষগণের দাখিলীয় কাগজপত্র এবং পক্ষগণের যুক্তিতর্ক শুনা হলো। প্রচারিত প্রতিবেদন দুটি পরীক্ষা করে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে যে ফরিয়াদি সহ অন্যান্যদের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজিসহ বহুবিধ অপকর্মের কথা খবর হিসেবে প্রচার করা হয়েছে। কিন্তু প্রতিবেদনগুলি প্রচারের পূর্বে ফরিয়াদিসহ প্রতিবেদনে উল্লেখিত ব্যক্তিদের সাথে কোনো যোগাযোগ করা হয়নি এবং তাদের কোনো মতামত গ্রহণ করা হয়নি। শুনানিকালে বিচারিক কমিটির দুজন বিজ্ঞ সদস্য জনাব খন্দকার মুনীরুজ্জামান ও জনাব সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা ও প্রতিপক্ষ যিনি পত্রিকার সম্পাদক তাঁর সংবাদ এর সত্যতা সম্পর্কে ফরিয়াদি এবং অন্যান্যদের থেকে মতামত না নেয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেন কিন্তু সম্পাদক সাহেব কোনো সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেননি। সংবাদ প্রকাশের মৌলিক নীতি হলো কারোও সম্পর্কে কিছু প্রকাশ করার পূর্বে তাদের মতামত গ্রহণ করা এবং সংবাদের সোর্স সঠিক কি না তা যাচাই করা এবং নিরপেক্ষ সূত্র থেকে সংবাদ এর সত্যতা নিশ্চিত করা কিন্তু এখানে তা করা হয়নি। এতে ফরিয়াদির বক্তব্য সঠিক বলে প্রমাণিত হয় যে তাঁর প্রতিবাদ ছাপায়নি। এতে প্রকাশ হয় যে, ফরিয়াদির মানহানি হয়েছে। কাগজপত্র পরীক্ষা করে দেখা যাচ্ছে যে প্রতিপক্ষ কাউন্সিল কর্তৃক প্রণীত ১৯৯৩ সনের আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছেন। আচরণবিধিগুলি হলো:-

"বিধি-১৭: সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত পক্ষ বা পক্ষসমূহের প্রতিবাদ সংবাদপত্রটিতে সমগুরুত্ব দিয়ে দ্রুত ছাপানো এবং সম্পাদক প্রতিবাদলিপির সম্পাদনা কালে এর চরিত্র পরিবর্তন না করা।

বিধি-১৮: সম্পাদকীয়ের কোনো ভুল তথ্যের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ যদি প্রতিবাদ করে তবে সম্পাদকের নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে একই পাতায় ভুল সংশোধন করে দু:খ প্রকাশ করা"।

ইহা স্পষ্ট যে প্রতিবেদনগুলি প্রচারের পূর্বে খবরের সত্যাসত্য অনুসন্ধান করা হয়নি এবং ফরিয়াদির বা অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কোনো বক্তব্য নেয়া হয়নি। এটা অনৈতিক এবং এটাকে হলুদ সাংবাদিকতা বলে। এটা কোনো সাংবাদিকতা নয়।

এই প্রসঙ্গে 'বাংলাদেশে হলুদ সাংবাদিকতা প্রবণতা ও প্রকরণ'- শান্তনু চৌধুরী কর্তৃক রচিত ও বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তকের ১৭৮ পৃষ্ঠায় "সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার স্বাধীনতার সঙ্গে দায়িত্বশীলতা ওতপ্রোত জড়িত" গোলাম সারওয়ার, সম্পাদক, দৈনিক সমকাল এর লেখাটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। নিম্নে এর কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হলো:

> *"১। আমাদের দেশে দুই ধারার সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। একটি মূলধারার। মূলধারার সংবাদপত্রে একটি মানদন্ড বজায় রেখে, সাংবাদিকতার নীতিনৈতিকতা বিবেচনায় নিয়ে মোটামুটিভাবে সংবাদ প্রকাশ করার চেষ্টা করা হয়। সেখানে যে কোন সংবাদ যেনতেনভাবে প্রকাশ না করে সর্বজনীন নীতি অনুসরণ করার চেষ্টা করা হয়। পাশাপাশি আরেক ধরনের সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়, এর সংখ্যা অনেক বেশি। একজন পাঠক হিসেবে মনে হয়, সেখানে সংবাদের সোর্স সঠিক কিনা তা যাচাই করা হয় না, নিরপেক্ষ সূত্র থেকে সংবাদের সত্যতা নিশ্চত করা হয় না; সাংবাদিকতার নীতিনৈতিকতা মানা হয় না। কোন সংবাদ প্রচারের ফলে কারো ব্যক্তিগত জীবন ব্যাহত হলো কিনা তা পরোয়া করা হয় না। বলতে গেলে এসব কিছুই মানা হয় দিলাম। যেমন, কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ পাওয়া গেল, কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকতেই পারে না। বরং পাঠককে মুখরোচক কিছু দেওয়ার জন্যই এসব ছাপা হয়- এই দুটো ধারার সংবাদপত্র আছে। দ্বিতীয় ধারা নিয়ে আমার কোন বক্তব্য নেই। কারণ এসব সংবাদপত্র সাংবাদিকতার ন্যূনতম মান বজায় রাখে না। আমি মনে করি, এ ধরনের সংবাদপত্র প্রকাশ হওয়া উচিত নয়। এটা এক ধরনের হলুদ সাংবাদিকতার অংশ। কোনো বিষয়ে নিশ্চিত না হয়েই যা খুশি লিখে তবে যারা অভিযোগ করে তাদেরও স্বার্থ হাসিলের ব্যাপার থাকে অনেক সময়। একজন বাঞ্ছনীয়। কিন্তু অভিযোগ পেলেই ছেপে দেওয়া হলো, যার বিরুদ্ধে অভিযোগ পাওয়া গেল তার কোনো বক্তব্য নেওয়া হলো না। এতে তার*

সামাজিক মর্যাদা ক্ষুন্ন হলো। এই যে ইচ্ছেমতো যা খুশি লেখা বা প্রচার করা হলো সেটাই হয়োলো জার্নালিজম বা হলুদ সাংবাদিকতা।
আরেকটা ক্ষতিকর বিষয় হলো, ভুলতথ্য সংবলিত একটি সংবাদ একটি সংবাদ প্রকাশ হয়ে গেল, পরে নানা সূত্র থেকে খবর নিয়ে জানা গেল খবরটি ভুল বা বিকৃত বা আংশিক সত্য। যখন এই সংবাদের প্রতিবাদটি ছাপা হয় তখন দেখা যায়, পত্রিকার ভেতরের পাতায় ছোট করে ছাপা হয়। যা পাঠকের খুব একটা চোখেই পড়ে না। এটি সংবাদপত্রের একটি বিশেষ খারাপ দিক। দু'-একটি পত্রিকা ছাড়া অধিকাংশই অভিযোগের খবরটি প্রথক পাতায় ছাপালেও অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতিবাদটি ছাপায় ছোট করে। এটি একটি মৌলিক বিষয়। যা খুবই উদ্বেগজনক। এভাবে ছাপানোর ফলে ক্ষতি যা হওয়ার তা আগেই হয়ে গেছে। অন্যদিকে অভিযুক্ত যিনি তার বক্তব্য পত্রিকার অনুল্লেখ্য জায়গায় ছাপালাম প্রতিবেদক বা রিপোর্টারের দায়িত্ব হচ্ছে এই অভিযোগটাকে মিথ্যা ধরে নিয়ে এর সত্যটাকে অনুসন্ধান করা। তাহলেই আসল সত্য তথ্য বের হয়ে আসবে। খবরের সত্যাসত্য অনুসন্ধান করা। আমার কাছে এই প্রবণতা খুবই উদ্বেগজনক মনে হয়।"

প্রসঙ্গক্রমে বাংলাদেশে হলুদ সাংবাদিকতা, প্রেস ইনস্টিটিউট, কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থের ১৯৪ পৃষ্ঠায় "গণমাধ্যম যদি মুখর থাকে তবে গণমাধ্যমের দায়িত্বশীলতার পরিচয়ও দেওয়া প্রয়োজন" ড.গোলাম রহমান, অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবন্ধটির ৫নং অনুচ্ছেদ প্রণিধানযোগ্য , তাই তা নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো:-
"একটা পরামর্শ দেওয়া যেতে পারে যে, যেহেতু জনগণের কাছে একবার ভুল তথ্য পরিবেশন করা হয়ে গেছে যা অপূরণীয় ক্ষতির কারণ। এটা কিছুতেই পুনরুদ্ধার করা সম্ভব নয়, শোধরানো যাবে না। যদি উদ্দেশ্যমূলক ভাবে এ ধরনের তথ্যবিকৃতি হয়ে থাকে, সংবাদ প্রচার বা প্রকাশ করা হয়ে থাকে তাহলে যত দ্রুত সম্ভব তাকে আইনের আওতায় আনতে হবে। আমাদের দেশে দেখা যায়, সরকার এসব কাজে ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে অনেক ঢিলেঢালা এগোয়, অনেক সময় নেয়। তথ্যবিকৃতি বা মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য যেসব গণমাধ্যম ও সাংবাদিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে তাদের দীর্ঘকাল আইনের আওতায় এনে শাস্তির ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলেই তারা আরো বেড়েছে, আস্কারা পেয়েছে। তারা আরো ভুল তথ্য দিচ্ছে। তাই এমন ঘটনা ঘটলে যত দ্রুত সম্ভব আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে। এর কোন বিকল্প নেই"।
প্রতিপক্ষগণ ফরিয়াদির প্রতিবাদ না ছেপে এবং কাউন্সিল কর্তৃক প্রণীত আচরণবিধি অমান্য করে সাংবাদিকতার নীতিনৈতিকতা চরমভাবে লঙ্ঘন করেছে। ফরিয়াদির দাখিলি কাগজপত্র এবং ফরিয়াদির বক্তব্য বিবেচনা করে বিজ্ঞ সদস্যের সাথে একমত হয়ে বিচারিক কমিটি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, ফরিয়াদির বিরুদ্ধে এ ভিত্তিহীন প্রতিবেদন ছেপে প্রতিপক্ষগণ ফরিয়াদির মানহানি করেছে, সাংবাদিকতার নীতিমালার মান ভঙ্গ করেছে এবং জনসাধারণের রুচির বিরুদ্ধে অপরাধ করেছেন; যা তাঁদের পেশাগত অসদাচরণ ব্যতিত অন্য কিছু নয়। তাই, এ আচরণের জন্য প্রতিপক্ষগণকে তিরস্কার করে ভবিষ্যতের জন্য সর্তক করে দেয়া হলো। অন্যথায়, প্রকাশনা ও নিবন্ধন বাতিল করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

রায় প্রকাশের ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে প্রতিপক্ষগণের পত্রিকায় রায়টি "প্রচারিত প্রতিবেদন ছাপানোর জায়গাটিতে" ছাপিয়ে একটি কপি প্রেস কাউন্সিলে দাখিল করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।
ফরিয়াদি প্রয়োজন মনে করলে তাঁর নিজ খরচে যেকোনো দৈনিক, সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক পত্রিকায় এই রায়টি ছাপাতে পারেন, তবে রায়টি ছাপিয়ে একটি কপি প্রেস কাউন্সিলে দাখিল করতে হবে।

স্বাক্ষরিত/-

বিচারপতি মোহাম্মদ মমতাজ উদ্দিন আহমেদ
চেয়ারম্যান

আমি একমত,

স্বাক্ষরিত/-

খন্দকার মুনীরুজ্জামান
সদস্য

আমি একমত,

স্বাক্ষরিত/-

সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা
সদস্য